14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 SEP 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাতীয় চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে ॥ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন যে, সরকার জাতীয় চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। তিনি শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

শনিবার ১৯৯৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও দাখিল পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে তিনি নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ছয়টি শিক্ষা বোর্ডের '৯৬ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী মোট ৩শ' ২৪

(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

জাতীয় চাহিদা

(প্রথম পাতার পর)

জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সনদ বিতরণ করেন।

শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দশ বছরের মধ্যে যাতে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়, সে জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে এক জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার ওয়াদাবদ্ধ। প্রতি গ্রামে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রতি থানায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে প্রচলিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাদের চাকরি জীবনে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদের শিক্ষার্থীদের এর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। নিত্য নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন, চিন্তা-চেতনার বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানবজীবনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবের বিষয় বিবেচনা করে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় চাহিদার নিরিখে এক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাসের কালো থাবা আজ সমাজ জীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের অশুভ তৎপরতায় শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে কলুষিত ও বিপর্যস্ত। শিক্ষার্থীরা মস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের বিপথগামী করা হয়েছে। সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে এক একটি অমূল্য বছর। তিনি বলেন, এ অসহনীয় অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে। সমাজজীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে স্বস্তি ও নিরাপত্তা। শিক্ষাঙ্গনকে করতে হবে সন্ত্রাসমুক্ত। শিক্ষাঙ্গন হবে উন্মুক্ত পরিবেশে সুকুমারবৃত্তি চর্চা, জ্ঞানার্জন ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের কেন্দ্রস্থল।

প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, সন্ত্রাসীর কোন দলীয় পরিচয় নেই। সরকারী-বিরোধী দল—যে পরিচয়েই সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করুক না কেন, দলমত নির্বিশেষে প্রগতির শত্রু, শিক্ষার শত্রু, সমাজের শত্রু ও অপশক্তির মূলোৎপাটনে বর্তমান সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের হাতে বই-খাতা-কলম তুলে দিতে হবে, যাতে তারা জ্ঞান চর্চায় ব্রতী হয়ে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সন্নিবেশিত করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, পাঠ্যপুস্তকে আমাদের গৌরবময় আন্দোলনসমূহ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক ইতিহাস যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে, সে জন্য পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গত ২১ বছরে অপরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রমের কারণে এক্ষেত্রে বিরাজমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বিশ্বসমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে এ অবস্থার নিরসন করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অর্থকরী করে গড়ে তোলার প্রতি জোর দেন।

শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা বলেন, শিক্ষা খাতে বিরাজমান অন্তরায়গুলো দূর করতে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ দরকার।